''পিউরিটির আধ্যাত্মিক (রুহানী) পার্সোনালিটির স্মৃতি স্বরূপের দ্বারা মায়াজীত হও''

আজ স্নেহের সাগর বাপদাদা চতুর্দিকের সকল স্নেহী বাচ্চাদেরকে দেখছেন। প্রতিটি স্নেহী বাচ্চার মধ্যে আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটির ঔজ্জ্বল্য দেখছেন। বহির্রাঙ্গিকে তোমরা হলে সাধারণ পার্সোনালিটি বিশিষ্ট, কিন্তু আন্তরিক পার্সোনালিটির দিক থেকে তোমরা সকলে হলে সকলের মধ্যে নম্বর ওয়ান। বিশ্বে অনেক প্রকারের পার্সোনালিটির কথা কথিত রয়েছে। শারীরিক পার্সোনালিটি, কোনো বিশেষত্বে সম্পন্ন পার্সোনালিটি আবার কেউ কোনো বিশেষ পজিশনের পার্সোনালিটি বিশিষ্ট, কিন্তু তোমাদের সকলের চেহারায়, চলাফেরায়, আচার-আচরণে কোন্ পার্সোনালিটি দেখতে পাওয়া যায়? পিউরিটির পার্সোনালিটি। পিওরিটিই হলো পার্সোনালিটি। যে যত বেশী পিওর, তাদের পার্সোনালিটি না কেবল চোখেই দেখতে পাওয়া যায়, বরং অনুভবও হয়ে থাকে। তোমরা সকলে নিজের আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটিকে অনুভব করে থাকো? তোমাদের মতো পার্সোনালিটি সত্যযুগ থেকে এই সময় পর্যন্ত আর কারো রয়েছে কি? সমগ্র কল্প পরিক্রমা করে আসো, তোমাদের মতো পার্সোনালিটি কারো আছে? নেই না? তো তোমার নিজের মধ্যে থাকা আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটির নেশা রয়েছে? অনাদি কালে তো পরমধামেও তোমাদের অর্থাৎ বিশেষ আত্মাদের পার্সোনালিটি হলো সব থেকে উচ্চে। সব আত্মারাই সেখানে যদিও ঝলমলে উজ্জ্বল জ্যোতি, কিন্তু তোমরা, যারা আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটি সম্পন্ন আত্মা, তোমাদের ঔজ্জ্বল্য অন্য সকল আত্মাদের থেকে সম্পূর্ণ রূপে আলাদা এবং ভালোবাসার মতো। নিজের অনাদি কালের পার্সোনালিটিকে স্মৃতিতে নিয়ে এসো। এসেছে স্মৃতিতে? দেখতে পাচ্ছো? বাপদাদার সাথে সাথে কীভাবে আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটিতে শোভা পাচ্ছো তোমরা? নিজেকে দেখতে পাচ্ছো তোমরা? তাহলে চলে যাও অনাদি কালে। কতটুকু সময়ের মধ্যে চলে যেতে পারো? যেতে কতটা সময় লাগবে? সেকেন্ডেরও কম সময়ে না? নাকি একদিন বা এক ঘন্টা চাই? সেকেন্ডেরও কম সময়ে যেখানে চাও পৌঁছে যেতে পারো। তো অনাদি কালের নিজের পার্সোনালিটিকে দেখে নিয়েছো তো? এখন অনাদি কাল থেকে আদি কালে চলে যাও। এসে গেছো নাকি এখনও চলেছো? পৌঁছে গেছো? তো অনাদি কাল থেকে আদি কালে নিজের আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটিকে দেখো - কতখানি শ্রেষ্ঠ পার্সোনালিটি! তনের দিক থেকে, কি মনের দিক থেকে, কি ধনের দিক থেকে কিম্বা সম্বন্ধের দিক থেকে - সব প্রকারের পার্সোনালিটিই কতখানি শ্রেষ্ঠ! তো আদি কালের পার্সোনালিটিকে দেখতে পাচ্ছো? কতো সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে! কত সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত, কতখানি সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দ স্বরূপ তোমরা! তো আদি কালেও নিজের পার্সোনালিটিকে দেখো। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছো নাকি ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে বলে একটু কম স্পষ্ট? সকলের কাছে স্পষ্ট? কুশলী তোমরা? তো আদিকালকেও দেখে নিয়েছো তোমরা। এখন এসো মধ্য কালে, তো মধ্য কালেও তোমাদের পার্সোনালিটি কেমন ছিল? তোমাদের জড় চিত্র কতখানি বিধি সম্মতভাবে পূজিত এবং কীর্তিত হয়। যত পার্সোনালিটি বিশিষ্ট ধর্মাত্মা, মহাত্মা, নেতাদের কথাই বলা হোক না কেন, তোমাদের জড় চিত্রের পার্সোনালিটির কাছে তাদের পার্সোনালিটি কিছুই নয়। তোমাদের সকলের যেমন পূজা হয় কোনো মহাত্মা কিম্বা কোনো নেতার, ধর্ম আত্মাদের এই রকম বিধি সম্মতভাবে পূজা করা হয় কি? কখনো দেখেছো? তোমাদের জড় চিত্র গুলির মতো শৃঙ্গার কারো হয় কি? তো মধ্য কালেও তোমাদের মতো আত্মাদের পিউরিটির পার্সোনালিটির বিশেষত্ব কতখানি শ্রেষ্ঠ! নিজেদের চিত্রকে দেখেছো? তোমাদের পূজা হয় কিনা? নাকি কেবল বড় বড় যারা তাদেরই হয়, আমাদের নয়? ডবল বিদেশীদের মন্দির আছে? দেখেছো তোমরা, তাতে তোমাদের চিত্র রয়েছে? নাকি শুনেছো বলেই বলছো যে হ্যাঁ থেকে থাকবে? স্মৃতিতে আছে? তো মধ্য কালও তোমাদের অতি শ্রেষ্ঠ আর এখন লাস্ট জন্মে যে মরজীবা ব্রাহ্মণ জন্ম, তার পার্সোনালিটি দেখো কতো মহান! কতো গায়ন রয়েছে - যে কোনো শ্রেষ্ঠ কাজ এখনও পর্যন্ত তোমাদের নামধারী ব্রাহ্মণরাই করে থাকে। এখন ব্রাহ্মণ যদিও সেই ব্রাহ্মণ নেই, কিন্তু নামের ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই তারা? তোমাদের নামেই তোমাদের পার্সোনালিটির কারণে তারাও খ্যাত এখনও। তো ব্রাহ্মণ জন্মের পার্সোনালিটি কতখানি শ্রেষ্ঠ! আদি কাল, অনাদি কাল, মধ্য কাল আর এখন অন্তিম কাল - সমগ্র কল্পে তোমাদের পার্সোনালিটি সর্বদাই মহান রয়েছে।

লৌকিক পার্সোনালিটি বিশিষ্টদের নাম যখন আসে, কোনো বিশেষ বুক এ তাদের নাম ওঠে - "সো অ্যান্ড সো" তারা। কিন্তু তোমাদের নাম কিসে আসে? সাধারণ বুক এ তোমাদের নাম আসে না, শাস্ত্রে আসে। আদি কাল থেকে যে সমস্ত শাস্ত্র লেখা হয়েছে তাতে কাদের অ্যাক্টিভিটি (চরিত্র) রয়েছে? কাদের প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে? কাদের গল্পগাথা রয়েছে? তো লৌকিক পার্সোনালিটি বিশিষ্ট যারা তাদের প্রশস্তি বিশেষ কিছু বুক এ করা হয়ে থাকে আর তোমাদের প্রশস্তি গীত শাস্ত্রে হয়ে থাকে আর শাস্ত্রকে কতখানি রিগার্ড (সম্মান) দেওয়া হয়! অত্যন্ত বিধি সম্মতভাবে শাস্ত্রকে নাড়াচাড়া করা করা, সেই

সব শাস্ত্রকেও পূজনীয় রূপে দেখা হয়। সত্যিকারের ভক্ত যারা, তারা শাস্ত্রকে বিধি সম্মতভাবে রাখে আর পড়েও। সাধারণ বইপত্রের মতো তাকে রাখে না। তো নিজের পবিত্রতার পার্সোনালিটিকে সর্বদাই ইমার্জ রূপে স্মৃতিতে রাখো। কেবল হ্যাঁ জানি তো, কিম্বা হ্যাঁ আমরাই তো... এই রকম মার্জ নয় । স্মৃতি স্বরূপে রাখো। যাদের বুদ্ধিতে এটা ইমার্জ রূপে থাকে, তো স্মৃতিই হলো সমর্থীর আধার। আর যেখানে সমর্থী রয়েছে সেখানে মায়া আসতে পারে? সমর্থ আত্মার কাছে মায়ার আসা অসম্ভব। পরিশ্রম করার প্রয়োজনই নেই। মায়ার কাজ হলো আসা, কিন্তু তোমাদের কাজ হলো এখন সময় অনুসারে তাকে ভাগানো নয়, মায়া এলো আর তাকে ভাগালে। না। তোমাদের কাজ হলো সদা মায়াজীত থাকা। তো মায়াজীত হয়েছো নাকি মায়াকে বারে বারে ভাগাতে থাকবে? এখন ভাগাতে হয়, একটু আধটু দর্শন দেওয়ার জন্য চলে আসে। তা নয়তো না? ডবল ফরেনার্স মায়াকে চিরকালের জন্য ভাগিয়ে দিয়েছো? নাকি ভাগাতে থাকো? কী অবস্থা এখন? মায়া চিরদিনের জন্য বিদায় হয়েছে? এখন আসবে তো না? নাকি একটু আধটু এলে কোনো ক্ষতি নেই? তার সাথে অর্ধ কল্পের সখ্যতা যদিও, ফ্রেন্ড না? তাকে এমনিই ছেড়ে দেবে? আসবেই না? আগেও বলেছিলাম না যে, সময় সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে অনেক কালের মায়াজীত হওয়ার অভ্যাস চাই । অন্তিমে সেটা হওয়া সম্ভব নয়। অন্তিমে যদি মায়াজীত হওয়ার পুরুষার্থও করতে থাকবে তবে কী হাল হবে তখন? বাপদাদা তোতা পাখীর কাহিনী বলে থাকেন না যে, তোতাকে বারণ করা হতো জলের কলের উপরে না বসতে, কিন্তু সে সেখানে বসে আওয়াজ করবেই করবে। সেই রকমই দীর্ঘ কালের অভ্যাস যদি থাকবে তবে মনে মনে ভাবতে থাকবে, আমি হলাম আত্মা, কিন্তু হবেই না। সেইজন্য কী করতে হবে? এখন থেকে মায়াজীত হওয়ার অভ্যাস করো। আর তার সহজ উপায় হলো নিজের আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটিকে স্মৃতি স্বরূপে রাখো। পার্সোনালিটি সম্পন্ন যারা তাদের লক্ষণ কি হয়ে থাকে? যারা উচ্চ পার্সোনালিটি সম্পন্ন হবে তাদের চোখ কোনো কিছুতেই বা কারো প্রতিই যাবে না। এ এই রকম, সে ওই রকম করছে, অমুকে ওই রকম কাজ করছে, আমি করবো না কেন, আমি করতে পারবো না কেন... অন্যদের প্রাপ্তির দিকে চোখ যাবে না। কেন? রুহানী পার্সোনালিটি সম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন থাকে । স্বভাবের দিক থেকেও সম্পন্ন, সংস্কারেও সম্পন্ন আর সম্বন্ধ - সম্পর্কেও সম্পন্ন, ভরপুর। তারা কখনো নিজের প্রাপ্তির ভান্ডারের কোনো অপ্রাপ্তির অনুভব করবে না। কেন? রুহানী পার্সোনালিটির কারণে তারা সর্বদা মন থেকে ভরপুর থাকার কারণে সন্তুষ্ট থাকে। চোখ অন্যদের প্রাপ্তির দিকে তখনই যায়, যখন নিজের মধ্যে অপ্রাপ্তির অনুভব করবে। তো কোনো অপ্রাপ্তি আছে কি? তোমরা কি গীত গাও - অপ্রাপ্ত কোনো বস্তুই নেই ব্রাহ্মণদের খাজানাতে। এই গীত মুখে গাও না, মনে মনে খেয়ে থাকো তাই না? যারা গেয়ে থাকো তারা হাত তোলো। আচ্ছা, ডবল বিদেশীরাও এই গীত গাও তো না? আচ্ছা!

বাপদাদা আজ চতুর্দিকের বাচ্চাদের পিউরিটির পার্সোনালিটি চেক করছিলেন। পিউরিটির পরিভাষাকেও খুব ভালো ভাবে তোমরা জানো। পিউরিটি কেবল ব্রত নয় । ব্রহ্মচর্য ব্রততে তো আজকালকার সারকামস্ট্যান্স অনুসারে অজ্ঞানীও থাকে । জ্ঞানের দিক থেকে নয় বরং পরিস্থিতিকে দেখে। কোনো কোনো ভক্তও থাকে । সেটা কোনো বড় কথা নয়। কিন্তু পিউরিটিকে সারাদিনে চেক করো - পবিত্রতার লক্ষণ হলো স্বচ্ছতা, সত্যতা। সারাদিনে যদি অমৃতবেলায় ঘুম থেকে উঠলে, বসলে, কথা বলার সময়, সেবার সময়, স্থূল সেবাতে বা সূক্ষ্ম সেবাও করলে অথচ বিধি সম্পন্ন ভাবে না করে, বিধিতেও যদি একটু আধটু তফাৎ ঘটে যায়, তাহলেও সেখানে স্বচ্ছতা অর্থাৎ পবিত্রতা নেই। ব্যর্থ সংকল্পও হলো অপবিত্রতা। কেন? তোমরা ভাববে যে, আমি তো কোনো পাপ করিনি, কাউকে দুঃখ দিইনি, কিন্তু যদি ব্যর্থ চললো, সময় চলে গেলো, সংকল্প গেলো, সন্তুষ্টতা গেলো, তবে তোমাদের পবিত্রতার ফাইনাল স্টেজে ডিগ্রীতে তফাৎ ঘটে যাবে। ১৬ কলা হতে পারবে না। ১৫ কলা, ১৪ কলা, ১৫ কলাও যদি হয়... নম্বরের তফাৎ হয়ে যাবে । তো অপবিত্রতা কেবল কাউকে দুঃখ দেওয়া বা পাপ কর্ম করা নয়, বরং নিজের মধ্যে সত্যতা, স্বচ্ছতাকে যদি বিধি সম্মতভাবে অনুভব করে থাকো, তবে তোমরা পবিত্র। মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো, বলতে চাইনি কিন্তু বলে ফেলেছি, তো একে কি বলবে? মালিক হলে তবে? সেইজন্য অমৃতবেলার থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত সংকল্প, বোল, কর্ম, সেবা - সব কিছুকে চেক করো। ওপরে ওপরে চেক ক'রো না। সেইজন্য ওপরে ওপরে (মোটা/স্থূল রূপে) চেক করলে দেখো, চন্দ্রবংশীদের স্থূল চিহ্ন তীর ধনুক দিয়েছে আর সূর্যবংশীকে কত ছোট মুরলী (বাঁশী) দিয়ে দিয়েছে। মুরলী কত হাল্কা হয়! আর তীর ধনুক হলো কত পরিশ্রমের! আর মুরলী দেখো - নাচো, গাও, হাসো, খেলো। তো সেইজন্য স্থূল স্থূল রূপে পুরুষার্থকে দেখো না, আর না চেকিংকে রাখবে। এখন সূক্ষ্ম বুদ্ধির হও। কেননা সময় আকস্মিক ভাবে সমাপ্ত হবে, বলে কয়ে হবে না। বাপদাদা তো আগেই বলে দিয়েছেন যে, কোনো অনুযোগ করবে না যে - বাবা, আপনি আগে বলেননি কেন? বাবা কখনোই টাইম কনশাস বানাবেন না। এখন সম্পূর্ণ ডায়মন্ড হতে হবে না? এই প্রতিজ্ঞা করেছো না? ডায়মন্ড জুবিলী উদযাপন করতে চাও নাকি ডায়মন্ড হতে চাও? কি করতে চাও? হতেও হবে আবার উদযাপনও করতে হবে। দুটোই এক সাথে করতে হবে। তো বাপদাদা পরের বছর চেক করবেন - প্রতিজ্ঞা পালন করেছো নাকি কেবল মুখ মিষ্টিই করেছো? তাহলে কারা

তোমরা? কেবল মুখেই বলে থাকে তারা? নাকি প্রতিজ্ঞা পালন করে? আচ্ছা! দেখো, টি. ভি. তে তোমাদের সবার ফটো আসছে, পরে বদলে যেও না যেন যে - আমি তো ছিলামই না, আমি তো বলিনি? হওয়া তো ভালো তাই না? তাহলে যে জিনিসটা ভালো সেটাকে তাড়াতাড়ি করা উচিত তো না? নাকি দেরী করে করা উচিত? দ্রুত করা উচিত না?

সেকেন্ডে এভাররেডি হতে পারো? সেকেন্ডে অশরীরী হতে পারো? নাকি যুদ্ধ করতে হবে যে, না, আমি শরীর নই, আমি শরীর নই... এই রকম নয় তো না? ভাবা আর সাথে সাথে হয়ে যাওয়া ! (বাপদাদা কয়েক মিনিটের ড্রিল করালেন) ভালো লাগে তাই না? তো সারাদিনে মাঝে মাঝে এই অভ্যাস করো। যত বিজিই থাকো না কেন, মাঝে মাঝে এক সেকেন্ডের জন্য হলেও অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো। এই ব্যাপারে কেউই বলে না যে - আমি এখন বিজি। এক সেকেন্ড বের করতেই হবে, অভ্যাস করতেই হবে। কারো সাথে যদি কথাও বলছো, কারো সাথে কোনো কাজও করছো, তো তাকেও এক সেকেন্ড এই ড্রিল করাও, কেননা সময়ের দিকে তাকিয়ে এই অশরীরী ভাবের অনুভব, এই অভ্যাস যার অধিক হবে সে সামনের দিকের নম্বর নেবে। কারণ আগেই বলেছি যে, সময় আকস্মিক ভাবেই সমাপ্ত হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস হয়ে থাকলে তৎক্ষণাৎই সময়ের সমাপ্তির ভাইব্রেশন আসবে। সেইজন্য এখন থেকে অভ্যাস বাড়াও। এই রকম নয় যে, সামনের বছরে হলো ডায়মন্ড জুবিলি, তাই এখন করতে হবে না, পরে করতে হবে। যত যত দীর্ঘ কাল অ্যাড করতে থাকবে ততই রাজ্য-ভাগ্যের প্রাপ্তিতেও সামনের নম্বর নিতে পারবে। মাঝে মাঝে যদি এই অভ্যাস করো, তবে স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী স্থিতির সহজ অনুভব করবে। এই যে ছোট ছোট বিষয়ের জন্য যে পুরুষার্থ করতে হয়, সে সব সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

আচ্ছা সবাই হ্যাপী আর সন্তুষ্ট আছোই নাকি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে? মাতা-রা হ্যাপী তো? খুব ভালো। দেখো, কোথা থেকে কোথা থেকে মেলাতে এসে পৌঁছে গেছো তোমরা। ভালো চান্স পেয়েছো তাই না, নাহলে তো ডেট এর জন্য অপেক্ষা করতে হতো - আমাদের নম্বর কবে আসবে, আমাদের নম্বর কবে আসবে? এখন তো খোলা নিমন্ত্রণ ছিল তাই না! সবাই ঠিকমতো ভালো ভাবে রয়েছো তো? অসীম জাগতিক অনুভূতি হচ্ছে তাই না? নাকি একটু একটু অসুবিধা হচ্ছে? বয়স্ক মাতাদের অসুবিধা হয়নি? লাইনে দাঁড়াও তবেই খাবার নেওয়া যাবে! লাইনে দাঁড়াতে হয় বলে শরীরে ক্লান্তি আসে না? মজা হয়? এত বড় পরিবার কোথায় পাবে? তো পরিবারের দিকে তাকিয়ে আনন্দ হয় তাই না? ভক্তি মার্গের মেলার থেকেও সুন্দর মেলা এটা তাই না? আরও দুটো দিন বাড়িয়ে দেবো নাকি বাসের খরচ বেশী হয়ে যাবে? বাড়ির কথা মনে পড়বে না? কর্ম স্থলের কথা মনে পড়বে না? এইরকম কিছু নতুনত্ব হলে তো ভালোই হয় তাই না? তো এই মেলাও বেশ নতুনত্ব তাই না? নতুনত্বের অনুভব করে নিয়েছো। এখন আবার কি পুরানো ব্যাপার হবে নাকি, সব নতুন ব্যাপারই হবে তাই না? নতুন বিষয় ভালো লাগে নাকি পুরানো? নতুন কথা ভালো লাগে তাই না? আচ্ছা।

চতুর্দিকের সকল আধ্যাত্মিক পিউরিটির পার্সোনালিটি সম্পন্ন বিশেষ বাচ্চাকে, সদা আদি থেকে অন্ত পার্সোনালিটির ঔজ্জ্বল্য দেখিয়ে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মারা, সদা পবিত্রতা, স্বচ্ছতা, সত্যতার শক্তির দ্বারা নিজেকে আর বিশ্বকে পরিবর্তনকারী বিশ্ব পরিবর্তক আত্মারা, সদা নিমিত্ত ভাবের দ্বারা সেবাধারী হয়ে প্রত্যক্ষ ফল অনুভবকারী অনুভাবী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

দাদীদের প্রতি : - মেলা ভালো মতো হয়েছে ? কোনো রকমের অসুবিধা হয়নি তো? সকলের শুভ সংকল্প আর উৎসাহ উদ্দীপনার সংকল্পের ফলে সফল হওয়ারই। এই সংগঠনের সংকল্প এমন হয়ে থাকে যে অসফলতাকে দূর করে দেয় । যেমন কোনো কেল্লা যদি দুর্বল হয়, তবে যে কোনো ইঁটই নড়বড় করবে। আর যদি সব ইঁট শক্তপোক্ত হয়, তবে কেল্লা কখনোই নড়বড়ে হবে না। বিজয় রয়েছে এতে। তো এখানেও সেইরকমই তোমাদের সফলতাও সুনিশ্চিত, কারণ সংগঠন এবং তোমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা, তোমাদের শ্রেষ্ঠ সংকল্প আর সহযোগিতা রয়েছেই। ভালো লেগেছে আর সময়ে সময়ে তোমরা আরও অনুভব করতে থাকো এখান থেকে । আগে কোশ্চেন উঠতো যে তোমরা করতে পারবে কি পারবে না? কিন্তু যেটাই ভেবেছো তাতেই সফলতা রয়েছেই রয়েছে । তো সফলতা মূর্তির বরদান সংগঠনের শক্তিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বাপদাদা সদা গুড মর্নিং, গুড নাইট করে থাকেন। আচ্ছা ডবল বিদেশীরা উড়ছে তো না! খুব ভালো। ওম্ শান্তি।

বরদানঃ- স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে অর্ডার অনুসারে চালিয়ে অকাল সিংহাসনে তথা হৃদয় সিংহাসনে আসীন ভব

স্লোগানঃ- নির্ণয় করার, পরখ করার আর গ্রহণ করার শক্তিকে ধারণ করাই হলো হোলিহংস হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;